প্রথম আলো

তারিখ 18 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রেণীকক্ষ দরকার ৩০টি আছে ১৫টি

ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

শ্রেণীকক্ষের সংকটে ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাস করতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। সংকট এতটাই প্রকট যে তাঁদের এক ভবন থেকে অন্য ভবনে দৌড়ে দৌড়ে ক্লাস করতে হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০টি শ্রেণীকক্ষের দরকার। কিন্তু রয়েছে ১৫টি। এ কারণে শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার এমনকি ওয়ার্কশপেও ক্লাস করতে হয়। তবে এসব জায়গায় ক্লাস করতে গিয়েও তাঁরা সমস্যায় পড়েন। কারণ ছোট হওয়ায় এসব কক্ষে তাঁদের গাদাগাদি করে বসতে হয়।

শিক্ষার্থীরা জানান, শ্রেণীকক্ষের সংকটের কারণে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ক্লাস করতে গিয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাসির ও ওয়েন জানান, গ্রন্থাগার ভবনের পাঁচতলায় ক্লাস শেষ করে পরের ক্লাসের জন্য যেতে হয় শিক্ষা ভবনের চতুর্থ তলায়। প্রায় প্রতিদিন এভাবে দৌড়াদৌড়ি করে ক্লাস করতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এখানে প্রয়োজনীয় অফিসকক্ষও নেই। এ কারণে ছোট ছোট কক্ষে দুই-তিনজন শিক্ষককে গাদাগাদি করে বসতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগেরই আলাদা ভবন নেই। ফলে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণবিষয়ক উপপরিচালক মো. আব্দুল মান্নান জানান, শ্রেণীকক্ষের সংকটের কারণে ক্লাস নিতে একবার এক ভবনে তো পরের ক্লাস নিতে দৌড়াতে হয় অন্য ভবনে। ফলে ক্লাসের সময় নষ্ট হয় এবং বাড়তি পরিশ্রমের জন্য ছাত্র-শিক্ষকদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

উপাচার্য এম সবদার আলী জানান, নতুন শিক্ষা ভবনের ওপর আরেকটি তলা করতে পারলে শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষকদের কক্ষসংকট কিছুটা দূর হবে। অর্থ বরাদ্দ পেলে সমস্যার সমাধান হবে।